ত্রিপুরা পুলিশের জন্য দশটি গাইড্ লাইনস্

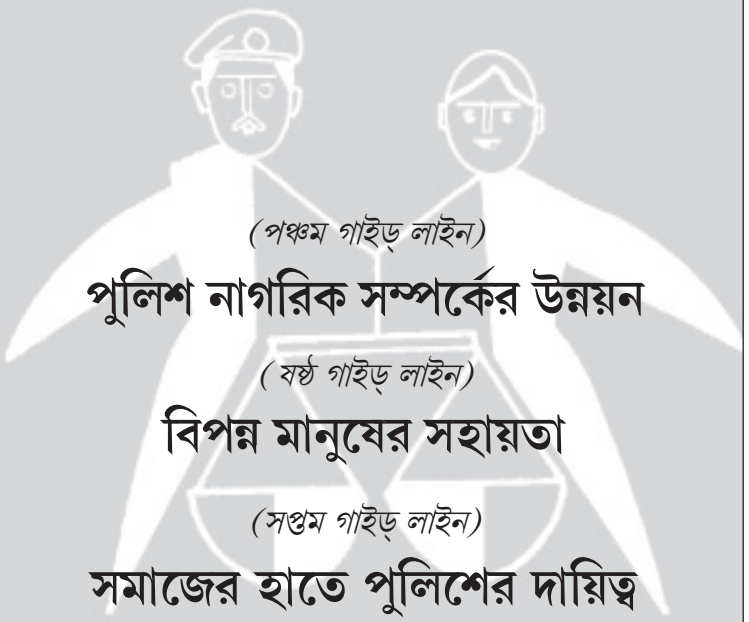

(পঞ্চম গাইড্ লাইন)

পুলিশ নাগরিক সম্পর্কের উন্নয়ন

(ষষ্ঠ গাইড্ লাইন)

বিপন্ন মানুষের সহায়তা

(সপ্তম গাইড্ লাইন)

সমাজের হাতে পুলিশের দায়িত্ব

সম্পর্কে আইন, পুলিশের কর্তব্য ও
আপনার অধিকার সম্পর্কে জানুন

বিচারপতি অলোকবরণ পাল
রাজ্য পুলিশ কমিশনের প্রধান
আগরতলা • ত্রিপুরা

পঞ্চম গাইড্ লাইন

পুলিশ - নাগরিক সম্পর্কের উন্নয়ন

পুলিশবোর্ডের গু(ত্বপূর্ণ দশটি গাইড্ লাইনের পঞ্চমটি হলো পুলিশ নাগরিক সম্পর্কের উন্নয়ন নিয়ে। এই গাইড্ লাইনে বলা হয়েছে— গভীর উদ্বেগের বিষয় হল আজকাল উশৃঙ্খল জনতার (mob) হিংস্র আচরণের দ্বারা তাৎ(ণিক বিচারের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে সারা দেশে। দুর্ঘটনাই হোক্ বা খুন, ধর্ষণের ঘটনাই হোক, সন্দেহভাজন ব্যক্তি(কে মারধোর এবং মেরে ফেলার ঘটনা হামেশাই ঘটছে। এই ঘটনাগুলোকে শুধু আইন শৃঙ্খলার অবনতি বললে গতানুগতিক উক্তি(হয়ে যাবে বা লঘু করে দেখা হবে। বরং ত্র(মবর্ধমান এই ঘটনাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে মানুষ আর বিচারের জন্য দীর্ঘকাল অপে(া করতে রাজী নয়। তারা দ্রুত বিচার চায়। দেশের ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার উপর তাঁরা আস্থা হারাচ্ছে। প্রতিশোধের স্পৃহা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। যখন তারা বুঝতে পারে এবং বি(াস করতে শু(করে যে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা প্রকৃত অপরাধীকে দ্রুত এবং যোগ্য শাস্তি দিতে পারে না বা দেয় না তখনই দেখা দেয় প্রতিশোধ ও তাৎ(ণিক হিংস্র বিচারের ঝোঁক। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য পুলিশের কাজে জনসাধারণের সত্রি(য় সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু সহায়তা পাওয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে সহজ নয়। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন পুলিশের দৃষ্টি ভঙ্গীতে আমূল পরিবর্তন, সেবার মানসিকতা, আইনের শাসন ও মানব অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা।

এই পরিস্থিতি পুলিশের খুবই জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ নীতি হবে জনসাধারণের সঙ্গে সর্বস্তরে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর জন্য অবিরাম প্রয়াস বজায় রাখা। কারণ অপরাধ বেড়েই চলেছে,

বাড়ছে জনসংখ্যা এবং সেই সঙ্গে সীমিত বাসস্থানের উপর চাপ, শ্রমিক অশান্তি, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, সীমান্তের ওপার থেকে আসা অপরাধ এবং পারিবারিক হিংস্রতা পুলিশের কাজের পরিধিকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এই কারণেই প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে এই চেতনার উন্মেষ ঘটাতে হবে যে পুলিশকে তার কাজে সমর্থন করা দরকার নিজের স্বার্থেই, কারণ হিংসা ও ভয়ের বিরুদ্ধে পুলিশই প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

কিন্তু কীভাবে আসবে পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই পরিবর্তন যা পুলিশী সংস্কারের মূলকথা ? মানুষ পুলিশকে ভয় পায়, এড়িয়ে চলতে চায়, অপরাধ সংক্র(ান্ত কোনো খবর জানলেও দিতে চায় না, থানায় যেতে চায় না, সা ী হতে চায় না, কারণ দুর্ব্যবহার, হয়রানি ও নিপীড়ন।

দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের জন্য পুলিশ আইনের ২৪ ও ২৭ ধারায় পুলিশের কর্তব্য ও ভূমিকা সম্পর্কে নির্দেশ আছে। সেই অনুযায়ী অবিলম্বে করণীয় বা পরামর্শ হলো —

(১) মানব অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার জন্য প্রশি(ণ নিন্। জীবন, স্বাধীনতা সম্পত্তি ও মর্যাদার অধিকারকে অগ্রাধিকার দিন ও র(া ক(ন।

(২) জনসংযোগের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ ক(ন।

(৩) কোনো পুলিশ কর্মচারীর বি(দ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ পেলে প্রশাসনিক তদন্ত ক(ন এবং সত্য প্রমাণিত হলে উপযুক্ত(শাস্তির জন্য ব্যবস্থা নিন্।

(৪) নিগৃহীত ব্যক্তি(, তার পরিবার ও এলাকার মানুষকে নিয়ে আলোচনা ক(ন ও ভবিষ্যতে ভালো ব্যবহারের আ(্বাস দিন। তাদের আস্থা অর্জন ক(ন।

(৫) রাস্তায় বা অন্যত্র অসহায় কোনো ব্যক্তি(কে বিশেষ করে বয়স্ক, শিশু, মহিলা, গরীব, শারীরিক অ(ম লোককে সহায়তা ক(ন এবং নিরাপত্তা দিন(

(৬) অপরাধ বা দুর্ঘটনায় (তিগ্রস্ত ব্যক্তি(কে প্রয়োজনীয় সবরকমের সাহায্য ক(ন। যদি চিকিৎসার প্রয়োজন হয় দ্রুত ব্যবস্থা ক(ন, কোনো আইন সংক্র(ান্ত নিয়ম কানুনের জন্য সময় নষ্ট করবেন না। তাছাড়া উপযুক্ত(ে ত্রে (তিপূরণ বা অন্য আইনি সহায়তা পাওয়ার জন্য সাহায্য ক(ন।

(৭) যখন জাতি দাঙ্গা, গোষ্ঠী সংঘর্ষ বা রাজনৈতিক সংঘাতের মতো পরিস্থিতি দেখা দেয় তখন বিশেষ করে দুর্বল ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের নিরাপত্তার দিকে ল(্য রাখুন।

(৮) মহিলা বা কমবয়সী মেয়েরা অনেক সময় রাস্তায় ঘাটে নানা প্রকার অ(ীল ব্যবহার, আপত্তিকর মন্তব্য, কু(চিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গীর শিকার হন। জানতে পারলে বা নজরে আসলে উপযুক্ত(ব্যবস্থা নিন।

(৯) মহিলা, শিশু, গরীব বা অন্য সাধারণ মানুষ অনেক সময় বিভিন্ন ভাবে শোষিত বা অত্যাচারিত হন। সুসংগঠিত অপরাধী ও সমাজ বিরোধীরা এর জন্য দায়ী। এদের বি(দ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিন।

(১০) পুলিশ হাজতে আটক ব্যক্তি(কে আইন অনুযায়ী ভালো ব্যবহার ক(ন। বিনামূল্যে আইনের সুযোগ পাওয়ার বিষয়ে তাকে বলুন। রাজ্য আইন সেবা কর্তৃপ(কেও জানান। ●

ষষ্ঠ গাইড্ লাইন

বিপন্ন মানুষের সহায়তা

পুলিশী সংস্কারের মূলকথা পুলিশের দৃষ্টি ভঙ্গীতে পরিবর্তন আনা। পুলিশ বোর্ডের ষষ্ঠ গাইড লাইনে বলা হয়েছে।

ধীরে ধীরে দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন আনার জন্য যে নীতিগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন সেগুলো হল —

(১) শারীরিক বিপদের সম্মুখীন ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ সাহায্য করা।

(২) এলাকায় সামগ্রিকভাবে সকলের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করা।

(৩) রাস্তায় যানবাহন ও পথচারীদের সহজ চলাচলের ব্যবস্থা করা।

(৪) যে কোনো প্রকার বিবাদ বা বিরোধের বিষয়বস্তু নিয়ে

বিবদমান পক্ষকে পরামর্শ দেওয়া এবং মীমাংসার জন্য সালিশী করা,

(৫) দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে যতোটা সম্ভব পরিষেবা দেওয়া ও সাহায্য করা। ●

সপ্তম গাইড্ লাইন

সমাজের হাতে পুলিশের দায়িত্ব (Community Policing)

সপ্তম গাইড্ লাইনে বলা হয়েছে এখন সকলেই বুঝতে পারছেন যে সভ্য সমাজে পুলিশের কাজ শুধু পুলিশের দ্বারা সম্ভব নয়। সমাজ পুলিশ ও সবুজ পুলিশ এখন সবদেশে খুবই গু(ত্ব পাচ্ছে।

রাজ্য পুলিশ চেষ্টা করবে পুলিশের কিছু কিছু কাজে মানুষকে সামিল করা, স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা, অন্তত বছরে কিছুটা সময়ের জন্য। পুলিশের কাজ প্রকৃত পক্ষে সমাজ সেবা। এই কাজে অংশগ্রহণ করতে মানুষ যাতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে সে জন্য সুচিন্তিত প্রকল্প পুলিশকে গ্রহণ করতে হবে।

যে দুইটি প্রধান কারণে পুলিশ তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে তার প্রথমটি হল জনসংখ্যার অনুপাতে পুলিশের সংখ্যা কম। দ্বিতীয়টি পুলিশের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস। জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে, কিন্তু সেই অনুপাতে পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া প্রচলিত পুলিশী ব্যবস্থা, যাকে বলা হয় reactive policing অর্থাৎ অভিযোগ পেলেই শুধু পুলিশ সাড়া দেবে, আজকের নতুন ও জটিল সামাজিক বিন্যাসে তা যথেষ্ট নয়। পুলিশকে বেশি বেশি করে proactive policing বা স্বউদ্যোগে ব্যবস্থা নেওয়ার রাস্তায় হাটতে

হবে এবং তা সম্ভব হবে Community policing বা পুলিশের কাজে মানুষকে অংশ গ্রহণ করানোর মাধ্যমে। এই ব্যবস্থায় পুলিশ ও এলাকার মানুষ অংশীদার হিসেবে কাজ করবে, যৌথ উদ্যোগে অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা দমন করবে।

গ্রাম পুলিশ :

গ্রামাঞ্চলে পুলিশী ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য ত্রিপুরা পুলিশ আইনের পঞ্চম অধ্যায়ে বেশ কিছু ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। এই ব্যবস্থাগুলো প্রকৃতপ(মানুষের সাথে পুলিশের দূরত্ব কমিয়ে যৌথ উদ্যোগে শান্তি শৃঙ্খলা র(া, অপরাধ দমন, অপরাধীকে চিহ্নি(ত করে বিচারের ব্যবস্থা করার জন্যই নেওয়া হয়েছে। 33 ধারায় বলা হয়েছে নির্দিষ্ট সময় অন্তর থানার পুলিশ প্রতিটি গ্রামে যাবে, লোকের সাথে আলোচনা করবে, সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হবে, পুলিশের কাজে তাদের মনোভাব জেনে নেবে। পুলিশ সুপার বা অন্য উচ্চ পদস্থ অফিসারদের প্রতিও এই নির্দেশ আছে 34 ধারায়। পুলিশকে মানুষের আরো কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিটি গ্রামে ঐ গ্রামেরই একজন সুস্থ, সবল, সজ্জন ব্যক্তি(কে ভিলেজ গার্ড নিয়োগের (মতা পুলিশ সুপারকে দেওয়া হয়েছে 35 ধারায়। উপযুক্ত(প্রশি(ণ দিলে ভিলেজ গার্ড গু(ত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

ভিলেজ গার্ড :

পুলিশ আইনের 43 ধারায় ভিলেজ গার্ডের দায়িত্ব কী হবে তার উল্লেখ আছে, যেমন —

(১) গ্রামে কোনো অপরাধ ঘটলে বা আইন শৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানানো এবং অপরাধীকে ধরতে সাহায্য করা।

(২) গ্রামের পরিস্থিতির উপর নজর রাখা। অপরাধ প্রতিরোধ করার এবং শান্তি শৃঙ্খলা বিপন্ন হওয়ার পরিস্থিতি দেখা দিলে দ্রুত পুলিশকে জানানো।

(৩) অপরিচিত সন্দেহভাজন ব্যক্তি(কে গ্রামে চলাফেরা করতে দেখলে বা অপরাধ সংঘটিত করার কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে জানতে পারলে পুলিশকে জানানো।

(৪) প্রয়োজন বোধে পুলিশ আসার আগেই গ্রামের লোকের সাহায্য নিয়ে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা (CrPc 43 ধারা) এবং পরে পুলিশের হেফাজতে দেওয়া।

(৫) কোনো অপরাধ ঘটে থাকলে স্থানটিকে পুলিশ না আসা পর্যন্ত সুর(ত রাখা(

(৬) পুলিশ সম্পর্কে গ্রামের লোকের কোনো অভিযোগ থাকলে রেকর্ড করা এবং থানায় জানানো।

(৭) গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে গ্রামের অপরাধ ও আইন শৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা ও অবহিত করা।

ভিলেজ গার্ডের মতো মিউনিসিপ্যাল এলাকার জন্য ওয়ার্ড গার্ড নিয়োগ করা যেতে পারে। ●

মুদ্রণ : জ্ঞান বিচিত্রা প্রেস, আগরতলা। ফোন ২৩১ ৫১২১ /২৩২ ৩৭৮১